অটুট মন্ত্রিসভা নেপথ্য কাহিনী

রিপোর্ট : **জয়ন্ত আচার্য**

গত ২৬ অক্টোবর। সকাল ১১টা। বন অধিদপ্তরে স্বাভাবিক কার্যক্রম চলছিলো। হঠাৎ করে অধিদপ্তরে মন্ত্রিসভার রদবদলের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়লো। বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নানা সোর্স থেকে খবর নেয়ার চেষ্টা করলেন মন্ত্রিসভা রদবদল সত্যিই হয়েছে কি না। শাহজাহান সিরাজ বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন কি?

৩ নবেম্বর সচিবালয়ের ১৪ তলা ভবনের একটি মন্ত্রণালয়ে ভীষণ ভিড়। প্রতিমন্ত্রীর কাছে এলাকার লোকজন এসেছে। ব্যস্ত তারা মন্ত্রীর কাছ থেকে তদবিরের কাজটি করিয়ে নিতে। তাদের শঙ্কা মন্ত্রী কখন পরিবর্তন হয়ে যান। বাদ পড়ে যান। সচিবালয়, সরকারি ভবনগুলোতে এখন এমন আতঙ্ক নেই।

জোট সরকারের মন্ত্রিসভার রদবদল ও মন্ত্রিসভার আকার ছোট করার প্রক্রিয়া থমকে গেছে। মন্ত্রিসভার রদবদল দ্রুত না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি বলে সরকারের বিভিন্ন ঊর্ধ্বতন মহল থেকে জানা গেছে। তবে একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া আকস্মিক মন্ত্রিসভার রদবদলের সিদ্ধান্ত নিতেও পারেন। অনুসন্ধানে জানা গেছে, সরকারের মন্ত্রিসভা রদবদল না হওয়ার নেপথ্যে নানা হিসাব প্রভাবিত করছে। বর্তমান নাজুক পরিস্থিতিতে রদবদলের ক্ষতিগ্রস্ত গ্রুপ কিভাবে আচরণ করবে সরকারের নীতিনির্ধারক মহল তা বিবেচনা করছে। রয়েছে বিশেষ একটি ভবনের প্রভাব। সর্বোপরি, রদবদলে মন্ত্রিসভা ছোট হলেও শরিক দলগুলো মন্ত্রিসভায় ভালো অবস্থান চায়। মন্ত্রিত্বের দাবিতে শরিক দলগুলো থেকে রয়েছে বিএনপির ওপর বেশ চাপ। নানা সমীকরণের হিসাব মেলাতে না পারায় মন্ত্রিসভা রদবদলের প্রক্রিয়া থেমে গেছে বলে জানা গেছে। মূলত মন্ত্রিসভা রদবদল ও আকার ছোট করা নিয়ে জোট সরকার বিপাকে রয়েছে।

অটুট মন্ত্রিসভা : নেপথ্যের কারণ তিনটি

গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারদলীয় জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে ক্ষমতায় আসে। সংসদে শুধু বিএনপিই পায় ১৯২টি আসন। জামায়াতে ইসলামী পায় ১৭টি। জাতীয় পার্টি নাজিউর রহমান (মঞ্জুর) ৪টি, ইসলামী ঐক্যজোট ২টি আসন লাভ করে। নানা মতাদর্শে বিভক্ত বিএনপি ও শরিক দলগুলো মন্ত্রিসভায় স্থান করে নিতে তৎপর হয়ে ওঠে। নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে জোটের নীতিনির্ধারণী মহলে। এ কারণে দেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ৬০ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। তখন দুইজন মন্ত্রীকে মন্ত্রিসভার কোনো দায়িত্ব দেয়া সম্ভব হয়নি। পরে রেদোয়ান আহমেদ মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেও হারুনার রশিদ খান মুন্নু এখনও কোনো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাননি। জামায়াতে ইসলামী দুটো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেলেও জোটের অন্য দুই

তারেক রহমান বিএনপির এক নম্বর যুগ্ম মহাসচিব হবার পর ভবনটির গুরুত্ব এখন দলে আরো বেড়েছে। মন্ত্রিসভা রদবদল না হওয়ার পেছনে এই বিশেষ ভবনের প্রভাব আছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বর্তমান জোট সরকারের তরুণ অধিকাংশ প্রতিমন্ত্রী এই বিশেষ ভবনের মনোনীত ও প্রতিনিধিত্ব করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মন্ত্রিসভার আকার ছোট হলে তারা বাদ পড়ে যেতে পারেন। এ আশঙ্কায় মন্ত্রিসভার আকার ছোট না করার জন্য বিশেষ ভবনটি থেকে চাপ আসছে

বিএনপির মধ্যেও রয়েছে আদর্শিক বিভাজন। প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরীর দলে প্রভাব এখন বেশ ভালো। তার সঙ্গে রয়েছেন কয়েকজন প্রভাবশালী মন্ত্রী। বিএনপির ভেতরে মহাসচিব মান্নান ভুঁইয়ার নেতৃত্বে প্রগতিশীল অংশ বেশ কোণঠাসা। মন্ত্রিসভা রদবদলের সময় সব পক্ষই চায় সর্বোচ্চ প্রতিনিধিত্ব

শরিক দল জাতীয় পার্টি (মঞ্জুর), ইসলামী ঐক্যজোট মন্ত্রিত্ব থেকে হয় বঞ্চিত। তারা এখন রদবদলের সময় মন্ত্রিসভায় স্থান চায়। নাজিউর রহমান মঞ্জুর, কাজি ফিরোজ রশিদ সংসদ সদস্য নয়। তারা টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী হয়ে মন্ত্রিসভায় আসার ইচ্ছা পোষণ করছেন বলে জোটভুক্ত জাতীয় পার্টির সূত্র থেকে জানা গেছে। ইসলামী ঐক্যজোট এখন মরিয়া মন্ত্রিসভায় স্থান করে নিতে। জোটের নেতা শাইখুল হাদিস আজিজুল হক, ফজলুল হক আমিনী আশা পোষণ করছেন মন্ত্রিসভা পুনর্বিন্যাসের সময় তারা মন্ত্রিত্ব পাবে। বর্তমান মন্ত্রিসভায় জামায়াতের আমির মতিউর রহমান নিজামী কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ। দুটো ভালো মন্ত্রিত্ব পেয়েও জামায়াত সন্তুষ্ট নয়। জামায়াতও মন্ত্রিসভায় আরো প্রতিনিধিত্ব চায়। মন্ত্রিসভা রদবদল হলে শরিকদের খুশি করতে হবে। তা না হলে তারা বিক্ষুব্ধ হতে পারে। জোটে ভাঙনও দেখা দিতে পারে। ইতিমধ্যে ইসলামী ঐক্যজোটের ক্ষুব্ধ নেতারা বেশ গরম বক্তৃতাও দিয়েছেন। এ কারণে শঙ্কিত সরকারের নীতিনির্ধারণী মহল।

নির্বাচনের আগে হাওয়া ভবন বিএনপির সব কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। নির্বাচনে এই ভবনের সফলতা নির্বাচনোত্তর সরকার গঠনে বিশেষ প্রভাব রাখে বলে জানা যায়। তারেক রহমান বিএনপির এক নম্বর যুগ্ম মহাসচিব হবার পর ভবনটির গুরুত্ব এখন দলে আরো বেড়েছে।

মন্ত্রিসভা রদবদল না হওয়ার পেছনে এই বিশেষ ভবনের প্রভাব আছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বর্তমান জোট সরকারের তরুণ অধিকাংশ প্রতিমন্ত্রী এই বিশেষ ভবনের মনোনীত ও প্রতিনিধিত্ব করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মন্ত্রিসভার আকার ছোট হলে তারা বাদ পড়ে যেতে পারেন- এ আশঙ্কায় মন্ত্রিসভার আকার ছোট না করার জন্য বিশেষ ভবনটি থেকে চাপ আসছে। বাদ পড়ার ভয়ে তরুণ মন্ত্রীরা ভবনটির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলছেন বলে জানা যায়।

বিএনপির মধ্যেও রয়েছে আদর্শিক বিভাজন। প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরীর দলে প্রভাব এখন বেশ ভালো। তার সঙ্গে রয়েছেন কয়েকজন প্রভাবশালী মন্ত্রী। বিএনপির ভেতরে মহাসচিব মান্নান ভুঁইয়ার নেতৃত্বে প্রগতিশীল অংশ বেশ কোণঠাসা। মন্ত্রিসভা রদবদলের সময় সব পক্ষই চায় সর্বোচ্চ প্রতিনিধিত্ব। রয়েছে মন্ত্রিসভায় অঞ্চলিকতার হিসাব। শুধু চট্টগ্রাম থেকে মন্ত্রিসভায় ৮ সদস্য রয়েছেন। রদবদল ও আকার ছোট করার সময় জোটের নীতিনির্ধারকদের এসব হিসাব মাথায় রাখতে হচ্ছে। মূলত নানা হিসাবে মন্ত্রিসভা রদবদল প্রক্রিয়া থেমে গেছে।

জোট সরকারের বর্ষপূর্তি ১০ অক্টোবর পালনের পরই মন্ত্রিসভা রদবদলের চিন্তা ছিলো বলে বিএনপি নীতিনির্ধারণী একটি সূত্র থেকে জানা গেছে। তারপর থেকে মন্ত্রিসভা রদবদলের গুঞ্জন সচিবালয়ে বেশ কয়েকবার ছড়িয়ে পড়েছে। আতঙ্কিত থেকেছে বিশেষ করে দুর্নীতি, অযোগ্যতার দায়গ্রস্ত মন্ত্রীরা। এখন তারা বেশ চিন্তাহীন অবস্থায় রয়েছেন। মন্ত্রীরা ধরেই নিয়েছে মন্ত্রিসভার রদবদল সহসা হচ্ছে না। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সূত্রগুলো জানিয়েছে, মন্ত্রীরা এখন কাজ ও তদবির নিয়ে ব্যস্ত। আপাতত মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়ার

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক
২০০০
গম কেলেঙ্কারি
দ্রব্যমূল্য ...
খাদ্যমন্ত্রীর
জবানবন্দি
মন্ত্রীদের
ব্যস্ততা
বিয়ের দাওয়াত
ডিনার পার্টি
১ পার্ক উদ্বোধনে ৪ মন্ত্রী
অখ্যাত আলোকচিত্রীর অনুষ্ঠানে ২ মন্ত্রী
বছরে ব্যয় ৮৪ কোটি

দল ও জোটের লাভ-ক্ষতির হিসাব কষতেই মন্ত্রিসভার আকার ছোট করা হচ্ছে না বলে পর্যবেক্ষক মহল ধারণা করছে। অপরদিকে অর্থের অভাবের কারণে বন্ধ করে রাখা হচ্ছে উন্নয়ন কার্যক্রম। বিকল্প কাজের ব্যবস্থা না করেই অলাভজনক শিল্পকারখানা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। সরকারের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান নানা উপদেশে জনগণকে কৃচ্ছ্রতা সাধনের কথা বলেই চলেছেন। অথচ তিনি একবারও বলছেন না তার মন্ত্রিসভার আকার ছোট করতে হবে

চিন্তা তারা করছেন না।

৬০ মন্ত্রী : পুষতে খরচ মাসে ৭ কোটি

মন্ত্রিসভায় ২৭ জন দপ্তরপ্রাপ্ত পূর্ণ মন্ত্রী রয়েছেন। একজন দপ্তরবিহীন মন্ত্রী। ২৮ জন প্রতিমন্ত্রী। চারজন উপমন্ত্রী। এসব মন্ত্রীর এক সপ্তাহের কাজ নিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০, ২৩ আগস্ট ২০০২ সংখ্যায় প্রচ্ছদ কাহিনী প্রকাশিত হয়– ‘মন্ত্রীদের ব্যস্ততা, দিনের কাজ : ডিনার পার্টি, বিবাহোৎসব, উদ্বোধন’। প্রতিবেদনটি বিভিন্ন মহল ও সরকারের নীতিনির্ধারণী মহলের দৃষ্টি কাড়ে। তখন জানা গিয়েছিলো মন্ত্রিসভায় দ্রুত রদবদল হচ্ছে। আকার ছোট হচ্ছে। পরে প্রক্রিয়া থেমে যায়। অকারণে রেকর্ডসংখ্যক মন্ত্রী পুষতে সরকারের বছরে ৮৪ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে বলে এক হিসাব থেকে জানা যায়। মন্ত্রী পুষতে এখন সরকারের অর্থ ভান্ডার থেকে প্রতি মাসে গুনতে হয় ৭ কোটি টাকা। মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রীর বেতন-ভাতা ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ’৭৩ সালে আইন পাস হয়। এ সময় আইনটির শিরোনাম দেয়া হয় ‘দ্যা মিনিস্টারস, মিনিস্টারস অব স্টেট অ্যান্ড ডেপুটি মিনিস্টারস’ (রিমুনেরেশান অ্যান্ড প্রিভিলেজেস)। পরবর্তী সময় একাধিকবার আইনটি সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্ধন করা হয়। মন্ত্রিসভার সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে আইনটির সর্বশেষ সংশোধন আনা হয় ২০০১ সালের ২৬ জানুয়ারি। বর্তমান আইনে একজন পূর্ণ মন্ত্রী ১৮ হাজার টাকা বেতন পান। তিনি পান একজন পারসোনাল সেক্রেটারি। ডেপুটি সেক্রেটারি র‌্যাংকের। মন্ত্রীদের সঙ্গে তার সেক্রেটারির একটি গাড়ি পান। তার সুযোগ-সুবিধার তালিকাও বেশ বড়। তিনি পান প্রতিদিন গাড়িতে ৬ লিটার তেল খরচের সুযোগ। কোয়াটার, টেলিফোন, সচিবালয়ে বিলাসবহুল অফিস। পূর্ণমন্ত্রী নিকটজনের মধ্যে এপিএসও নিয়োগ করতে পারেন। তার এপিএসও পান গাড়ি, বাড়ির সুযোগ। একজন মন্ত্রী সরকারের কাছ থেকে দামি একটি গাড়ি পান। এ গাড়ির জ্বালানি ও মেরামত খরচ সরকারের কোষাগার থেকে মেটানো হয়। সরকারের সবচেয়ে বেশি ব্যয় হয় মন্ত্রীদের বাড়ি খরচে। একজন পূর্ণমন্ত্রী বাসভবন সজ্জিত করতে এক লাখ টাকা খরচ করতে পারেন। বাসভবনের বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, টেলিফোন বিল মেটানো হয় সরকারি কোষাগার থেকে। যদি মন্ত্রী সরকারি বাড়ি না পান, তাহলে তিনি পছন্দমতো বাড়ি ভাড়া করতে পারবেন। ভাড়া বাবদ তিনি সরকারের কাছ থেকে ১৭ হাজার ৫০০ টাকা পাবেন। ভাড়া বাড়ির নিরাপত্তার ব্যয় সরকার বহন করবেন। মন্ত্রী ট্রেনে ভ্রমণ করলে দুই বা চার শয্যার এয়ারকন্ডিশন কম্পার্টম্যান্ট রিজার্ভ পাবেন। লঞ্চে ভ্রমণের জন্য তিনি পাবেন বিশেষ সুবিধা। একজন মন্ত্রী জনস্বার্থে হেলিকপ্টার রিকুইজিশন দিতে পারবে। তিনি পাবেন বিমানেরও বিশেষ সুযোগ। তিনি বছরে পাঁচ লাখ টাকা বিমান ভাড়া খরচ করতে পারবেন। বাসস্থলে একজন মন্ত্রী সাতজন ব্যক্তিগত স্টাফ নিয়োগ করতে পারবেন। তাদের খরচ সরকার বহন করবে। তার রয়েছে বছরে দুই লাখ টাকা সমাজসেবায় অনুদান দেয়ার ক্ষমতা। পূর্ণমন্ত্রীর মতো প্রতিমন্ত্রীও প্রায় সমান সুযোগই ভোগ করেন। উপমন্ত্রীর সুযোগ তুলনামূলক একটু কম। অথচ শুধু দল ও জোটের লাভ-ক্ষতির হিসাব কষতেই মন্ত্রিসভার আকার ছোট করা হচ্ছে না বলে পর্যবেক্ষক মহল ধারণা করছে। অপরদিকে অর্থের অভাবের কারণে বন্ধ করে রাখা হচ্ছে উন্নয়ন কার্যক্রম। বিকল্প কাজের ব্যবস্থা না করেই অলাভজনক শিল্পকারখানা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। সরকারের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান নানা উপদেশে জনগণকে কৃচ্ছ্রতা সাধনের কথা বলেই চলেছেন। অথচ তিনি একবারও বলছেন না তার মন্ত্রিসভার আকার ছোট করতে হবে। মন্ত্রী রদবদল করে প্রশাসনে গতি আনতে হবে।

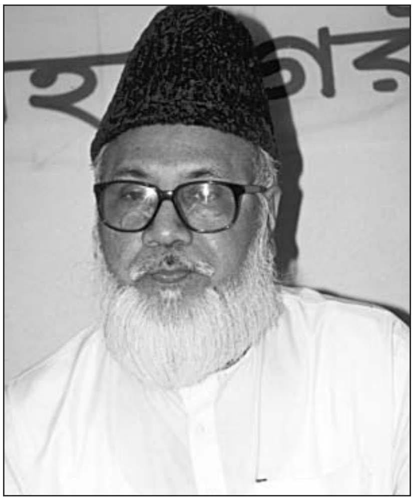

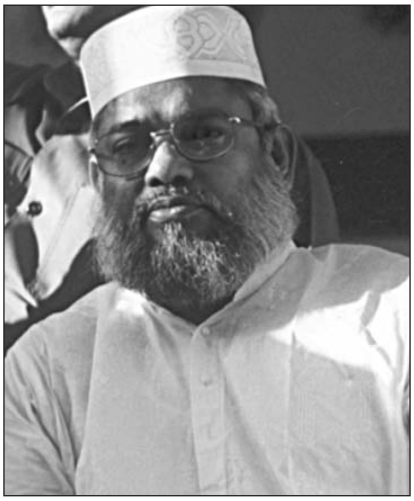

জামায়াতে ইসলামী দুটো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেলেও জোটের অন্য দুই শরিক দল জাতীয় পার্টি (মঞ্জুর), ইসলামী ঐক্যজোট মন্ত্রিত্ব থেকে হয় বঞ্চিত। তারা এখন রদবদলের সময় মন্ত্রিসভায় স্থান চায়। নাজিউর রহমান মঞ্জুর, কাজি ফিরোজ রশিদ সংসদ সদস্য নয়। তারা টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী হয়ে মন্ত্রিসভায় আসার ইচ্ছা পোষণ করছেন বলে জোটভুক্ত জাতীয় পার্টির সূত্র থেকে জানা গেছে। ইসলামী ঐক্যজোট এখন মরিয়া মন্ত্রিসভায় স্থান করে নিতে। জোটের নেতা শাইখুল হাদিস আজিজুল হক, ফজলুল হক আমিনী মন্ত্রী হবার স্বপ্নে বিভোর

রদবদল : হঠাৎও হতে পারে

সরকারের একটি ঊর্ধ্বতন সূত্র জানিয়েছে, বিভিন্ন মন্ত্রীর কার্যক্রমের মনিটরিং রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছে রয়েছে। রয়েছে বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া মন্ত্রীদের পারফরমেন্সের বিচারে মন্ত্রিসভা হঠাৎ রদবদল করেও ফেলতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত অযোগ্য মন্ত্রী বাদ পড়তে পারেন। বাদ পড়তে পারেন বেশ কয়েকজন প্রতিমন্ত্রী। উপমন্ত্রীর সংখ্যাও কমে আসতে পারে। মন্ত্রিসভা ৪৫-এ নেমে আসতে পারে। তবে মন্ত্রিসভা কবে রদবদল হবে তার সঠিক কোনো তথ্য ঊর্ধ্বতন মহলের কেউ দিতে পারেননি।

দাতা সংস্থা দেশের মন্ত্রিসভা ছোট আকারে করার জন্য সরকারকে চাপ প্রয়োগ করছে। জনগণের দাবি, মন্ত্রিসভার আকার ছোট করা হোক। বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দার অবস্থায় শুধু তদবির, উদ্বোধনের জন্য অধিক মন্ত্রী পোষার প্রয়োজন নেই বলে সচেতন জনগণ মনে করে।